বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবতে

সান্ত্বনা ও পুরস্কার

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবতে

সান্ত্বনা ও পুরস্কার

সংকলনে
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা
মোহাম্মাদপুর,ঢাকা

মাকতাবাতুল মানসূর
প্রথম সংস্করণঃ
জুলাই ২০১১ ইং
শাবান ১৪৩২ হিজরী

মূল্যঃ ৪০ টাকা মাত্র।

www.islamijindegi.com

www.islamijindegi.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃঃ
* দু'টি কথা	৫
* বিপদ-আপদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী	৭
* মুমিন বান্দার প্রতি বিপদ-আপদ	৮
* প্রথম কারণঃ পরীক্ষা গ্রহণ	৯
* দ্বিতীয় কারণঃ সতর্ক সংকেত	১৩
* তৃতীয় কারণঃ গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি	১৪
* বিপদ-আপদে করণীয়-১	১৭
* করণীয়-২: সবর ও ধৈর্য অবলম্বন কর	১৮
* ধৈর্যধারণ নবীদের (আঃ) সুন্নাত	১৯
* সবরের ফযীলত	২১
* সবর সংক্রান্ত হাদীসের বাণী	২৩
* করণীয়-৩: বিপদের সাওয়াব ও ফযীলত স্মরণ করা	২৩
* সন্তান হারানোর ফযীলত	২৩
* ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার ফযিলত	২৬
* রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ	২৭
* জ্বরের ফযীলত	২৮
* কাঁটা বেঁধার ফযীলত	২৯
* মহামারী ও প্লেগে নিহত ব্যক্তির ফযীলত	২৯
* পেটের পীড়ার ফযীলত	৩০
* মৃগী রোগের ফযীলত	৩১
* চক্ষু রোগের ফযীলত	৩২
* রোগীর দু'আ ফেরেশতার দু'আর মত মকবুল	৩৩
* অসুস্থ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের নেকী বহাল	৩৩
* মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা উত্তম	৩৪
* বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া ঈমানের আলামত	৩৫
* কিয়ামতে বিপদগ্রস্তদের সাওয়াব দেখে আক্ষেপ	৩৬
* নবী রাসূল আ. ও নেককার লোকদের বিপদ	৩৭
* রোগী দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্য, ফযীলত	৩৮
* মুসীবতগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়ার ফযীলত	৩৯
* বিপদকালীন দু'আ	৪০
* প্রিয়জনের ইন্তিকালে সান্ত্বনা লাভের উপায়	৪২
* বিপদাপদে পরিস্থিতি সামলে নেয়ার উপায়	৪৬

www.islamijindegi.com

باسمه تعالى

দু'টি কথা

হামদ ও সালাতের পর, কুরআনে কারীম ও সুন্নাতে নববীর সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈমান শিক্ষা করা । ইসলামী শরীয়তে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয় নাই। এমনকি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ ঈমানই পরকালে নাজাতের উসীলা হবে । কোন ঈমানদার আমলের ত্রুটির কারণে অস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যেতে পারে, কিন্তু সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না । অপরদিকে খাঁটি ও বিশুদ্ধ ঈমান যদি না থাকে তাহলে সকল প্রকার ইবাদত ও বন্দেগী বেকার গণ্য হবে । কেননা ঈমান ব্যতীত কোন ইবাদত বন্দেগী আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় । তবে ঈমানের সাথে আমল থাকলে আশা করা যায় যে, সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে ।

এ ঈমান সম্পর্কে মুমিন মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন –

ক. ঈমান আনার পর ঈমানকে মজবুত ও শক্তিশালী করা, এবং তার জন্য দাওয়াতের লাইনে মেহনত অব্যাহত রাখা ।

খ. ঈমানকে কুফর ও শিরক থেকে পাক পবিত্র রাখা, অর্থাৎ এমন কোন কথা বা কাজ না করা যার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় ।

গ. মৃত্যু পর্যন্ত সহীহ ঈমান-আকীদার উপর কায়িম থাকা । ঈমানের ব্যাপারে যে ব্যক্তি এসব বিষয়গুলি স্মরণ রাখবে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাকে ঈমানী মৃত্যু নসীব করবেন ।

বালা মুসীবত ও বিপদ আপদে মানুষ ঈমান সম্পর্কীয় পর্যাপ্ত ইলম ও ইয়াক্বীন না থাকায় অনেক সময় ধৈর্যহীন হয়ে এমন কথা বলে ফেলে বা এমন কাজ করে বসে, যাতে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং পিছের যিন্দেগীর সকল ইবাদত বন্দেগী বরবাদ হয়ে যায় । এ সমস্যা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় বিপদ আপদ ও বালা মুসীবতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যে সকল সান্তনাবাণী ও পুরষ্কারের ঘোষণা করা হয়েছে তার থেকে সামান্য কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে । যাতে করে বিপদে সান্ত্বনা লাভ ও ধৈর্য ধারণ সহজ হয় এবং দুঃখ কষ্টের ভেতরে আল্লাহ তা'আলা যে অসংখ্য সাওয়াব ও ফযীলত রেখেছেন, তা অনুধাবন করে সেটাকে যেন আমরা আল্লাহর বিশেষ এক ধরনের নিয়ামত মনে করতে পারি ।

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মালিক; আমাদের জান-মাল, বিষয়-সম্পদ, পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার মালিকানা । আমরা যে মালিকানা

www.islamijindegi.com

দাবী করি তা ঠিক নয় । কারণ, আমাদের অস্থায়ী মালিকানাটুকুও জান্নাতের বিনিময়ে আমরা আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দিয়েছি । আল্লাহ তা'আলা তাঁর মালিকানার মধ্যে আমাদের মঙ্গলের জন্য যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রাখেন; তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তি করার বা প্রশ্ন তোলার কেউ কোন প্রকার অধিকার রাখে না । আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মনক্ষুন্ন হওয়া বা অভিযোগ করা কুফরি কাজ, এতে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে । বান্দার দায়িত্ব এতটুকু যে, আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত তার মনের অনুকূলে হলে সে আল্লাহর হামদ ও শোকর আদায় করবে । আর যদি আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত তার মনের বিরুদ্ধে হয় তাহলে সে আল্লাহর হামদ ও সবর করবে । সারকথা, মালিকানা যার সিদ্ধান্ত তার; এখানে নাক গলানোর কার কি অধিকার আছে?

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাখানা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ কোন প্রকার বিপদ-আপদ, কষ্ট-দুঃখে আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আমাদের দিলের মধ্যে সৃষ্টি হবে না এবং আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে হেফাযত করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের উপর খুশী থেকে ঈমানকে হেফাযত করার তাউফীক দান করেন এবং পুস্তিকাটিকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করেন । এবং এ পুস্তিকা প্রস্তুত ও প্রকাশের ব্যাপারে যারা যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে, বিশেষ করে আমার প্রিয় শাগরিদ মাওলানা মুফতী আবূ সাইমকে জাযায়ে খাইর দান করেন এবং তাদের ইলম ও আমলে বরকত দান করেন- আমীন ।

বিনীত
মনসূরুল হক
০৯.০৭.২০১১

www.islamijindegi.com

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

অর্থঃ আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব । আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে, যখন তাদের উপর মুসীবত আসে তখন তারা বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী । তাদের প্রতি বর্ষিত হবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণাসমূহ, এবং সাধারণ করুণাও । আর এরাই এমন লোক যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে । (সূরা বাকারা ১৫৫-১৫৭)

মুমিন বান্দার প্রতি বিপদ-আপদঃ

মুমিন বান্দার প্রতি বিপদ-আপদ আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার বহি:প্রকাশ আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি কখনও তাঁর বান্দাকে বরবাদ করে দিতে চান না । এমনকি বান্দার সম্পদের সামান্য ক্ষতিও তিনি বরদাশত করেন না। তাই তা রক্ষা করার জন্য কুরআনে কারীমে সূরা বাকারার শেষের দিকে এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি আয়াত নাযিল করেছেন ।

হাদীসে পাকের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসার মাত্র এক ভাগ তামাম মাখলুকের মধ্যে বণ্টন করেছেন । আর অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাঁর নিজের নিকট রেখে দিয়েছেন, যা দিয়ে তিনি মুমিন বান্দাকে মুহাব্বত করে থাকেন ।

তো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি বিভিন্ন সময়ে যে সব বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ দেন তা-ও মূলতঃ তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ । বস্তুতঃ বিপদাপদ দিয়ে তিনি বান্দাকে জান্নাতের উপযোগী করে নেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, গুনাহ মাফ করেন এবং সতর্ক সংকেত দিয়ে সুপথে ফিরে আসার সুযোগ করে দেন । নিম্নে বিষয়টি কিছুটা ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হচ্ছে ।

কুরআন-হাদীসের বর্ণনার আলোকে মুমিন বান্দার প্রতি বিপদাপদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রধানতঃ তিনটি কারণ জানা যায় ।

প্রথম কারণঃ পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বান্দাকে যাচাই করা এবং তাকে জান্নাতের উপযোগী করে তোলা

www.islamijindegi.com

আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু জানা সত্ত্বেও মাখলুককে সাক্ষী রাখার জন্য বান্দাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে তার উপর বিপদাপদ ও পেরেশানী চাপিয়ে দেন । নিজে দেখেন এবং মাখলুককে দেখান যে, বান্দা বিপদে পড়ে তার প্রতিপালকের সঙ্গে কী আচরণ করে? সে কি আল্লাহর ফায়সালায় একাত্ম হয়ে ধৈর্যধারণ করে এবং আনুগত্য বাড়িয়ে দেয়, না কি হতাশ হয়ে বিদ্রোহ করে বসে এবং নাফরমানীতে লিপ্ত হয় । বাস্তবতা হল, অধিকাংশ বান্দা-ই এই পরীক্ষায় অযোগ্যতার পরিচয় দেয় । যেমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا – وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ اِذَاهُمْ يَقْنَطُوْنَ – سورة الروم ٣٦

অর্থঃ আর যখন মানুষকে আমি কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করাই তখন তারা আনন্দিত হয়; আর যদি তাদের উপর তাদের নিজেদের পূর্বকৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ নেমে আসে, তখন তারা হতাশ হয় । (সূরা রুম-৩৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে –

وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ اَهَانَنِ سورة الفجر - ١٦

অর্থঃ আর যখন আল্লাহ তার বান্দার রিযিক সংকুচিত করে তাকে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপমান করেছেন । (আল্লাহর পানাহ) সূরা ফাজর-১৬০

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা ঝালিয়ে দেখেন যে, বান্দা জান্নাতের অনন্ত-অফুরন্ত নেয়ামতরাজির উপযুক্ত কি না । কারণ জান্নাত কোন সস্তা সওদা নয়; বিনা যোগ্যতায় কাউকে তা প্রদান করা হয় না । জান্নাত তো আল্লাহ তা‘আলা মুমিনের জান ও মালের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। তো আল্লাহ তা’আলার তার খরীদা (বস্তুর) উপর বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, বান্দা এসব পরিস্থিতিতে কি আচরণ করে একজন কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয় দেয়, না কৃতঘ্ন আচরণ করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলার বাণী-১

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّـهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

অর্থঃ আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ জানেন) । তারা কি এ ধারণা করেছে যে, একথা বলেই অব্যাহতি পারে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি‘- আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে সুতরাং আল্লাহ সেই লোকদেরকে জেনে নিবেন- যারা সত্যবাদী ছিল এবং মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন । (সূরা আনকাবূত-১-৩)

আল্লাহ তা ‘আলার বাণী-২

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

অর্থঃ তোমরা কি মনে কর যে, (বিনা শ্রমে) জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের সামনে কোন কঠিন বিপদের ঘটনা ঘটেনি । যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের উপর এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে, স্বয়ং রাসূল ও তার মুমিন সাথীরা বলে উঠেছিলেন, ‘আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?‘ স্মরণ রেখো! আল্লাহর সাহায্য আসন্ন । (সূরা বাকারা-২১৪)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী-৩

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব । আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে । (সূরা বাকারা-১৫৫)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী-৪

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

অর্থঃ আমি অবশ্যই তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব তাদেরকে জেনে নেয়ার জন্য, যারা তোমাদের মধ্যে দ্বীনের জন্য ত্যাগী ও দৃঢ় পদ । আর তোমাদের অবস্থাও আমি যাচাই করে নেব । (সূরা মুহাম্মদ-৩১)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী-৫

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে বিপদ ও নিয়ামত দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে । (সূরা আম্বিয়া-৩৫)

এ প্রসঙ্গে নবীজীর বাণী

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذى الحديث (২৩৯৬)

অর্থঃ হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বড় প্রতিফল বড় বিপদের বিনিময়েই । আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন । সুতরাং যে

www.islamijindegi.com

এতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তোষই রয়েছে এবং বিপদে যে অসন্তুষ্ট তার জন্য অসন্তোষই রয়েছে। (তিরমিযী)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বান্দার উপর বিপদাপদ চাপিয়ে দেন।

দ্বিতীয় কারণঃ সতর্ক সংকেত দিয়ে গোমরাহী থেকে হেদায়াতের পথে ফিরে আসার সুযোগ প্রদান

বান্দা যখন অপরাধের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা বিপদাপদের মাধ্যমে তরে জন্য কিছুটা শাস্তির ব্যবস্থা করেন- যেন তার হুশ হয় এবং সুপথে ফিরে আসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-১

(٢١) ذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُ

অর্থঃ আর আমি তাদেরকে নিকটবর্তী (ইহকালীন) শাস্তিও আস্বাদন করাব আখিরাতের সেই মহাশাস্তির পূর্বে যেন তারা (বিপদাক্রান্ত হয়ে সুপথে) ফিরে আসে। (সূরা আলিফ-লাম-মীম-সিজদা-২১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-২

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

অর্থঃ (স্থলভাগে) ও জলভাগে মানুষের নিজ কৃতকর্মসমূহের দরুন নানা প্রকার বালা-মুসীবত ছড়িয়ে পড়ছে, যেন আল্লাহ তাদের মন্দ কাজের কিছু অংশের স্বাদ উপভোগ করান, যাতে তারা (তা হতে) ফিরে আসে। (সূরা রুম-৪১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-৩

وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

অর্থঃ আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি, সু-অবস্থা ও দুরবস্থা দ্বারা, যেন তারা ফিরে আসে। (সূরা আরাফ-১৬৮)

আল্লাহ তা 'আলা বলেন -৪

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

অর্থঃ আর আমি আপনার পূর্বে অন্যান্য উম্মতের নিকটও পয়গাম্বর প্রেরণ করেছিলাম, অনন্তর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যেন তারা বিনীত হয়ে পড়ে। (সুরা আনআম-৪২)

www.islamijindegi.com

জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর বিপদাপদ অবতীর্ণ করে তাদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চান। আর বলাবাহুল্য যে, এতে আল্লাহ তা'আলার কোন ফায়দা নেই; বরং সুপথে প্রত্যাবর্তনের যা লাভ তার পুরোটাই স্বয়ং সেই বান্দার।

তৃতীয় কারণঃ বান্দার গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা

আল্লাহ তা'আলা কখনও বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য তাকে বিপদাপদ ও বালা-মুসীবতে গ্রেফতার করে থাকেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে একটি বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতে চান; কিন্তু বান্দার পক্ষে আমলের দ্বারা সেই মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। অথবা তিনি বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিতে চান কিন্তু বান্দা তাওবা-ইস্তিগফারে মনোযোগী নয়; তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর বিপদাপদ চাপিয়ে দেন। ফলে বান্দা সেই বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং তার অন্তরও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, এর দ্বারা আল্লাহর তা'আলা তাকে নির্ধারিত সেই মর্যাদা দান করেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের বাণী-১

عن اَبي هر ير ة رضي ا لله عليه قا ل قا ل رسو ل ا الله صلي الله انَّ الرَّ جُلَ لَيَكُوْ نُ لَه عِنْدَ اللهِ ا لْمَنْزِ لَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِه فَمَا يَزَ ا لُ ا للهُ يَبْتَلِيْه بِمَا يَكْرَ هُ حَتّي يَبْلُغَهَا

অর্থঃ হযরত আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন ব্যক্তির জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সে নিজের আমলের মাধ্যমে উক্ত মর্যাদায় পৌছতে পারে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন এমন জিনিসের দ্বারা আক্রান্ত করতে থাকেন যা তার জন্য বাহ্যিকভাবে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। (যেমন রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি) অবশেষে সে এসব পেরেশানীর উসিলায় উক্ত মর্যাদায় পৌঁছে যায়। (মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৩)

এ প্রসঙ্গে নবীজীর বাণী-২

عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يغفو الله عنه أكثر قال وقرأ { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } رواه الترمذى الحديث (٣٢٥٢)

অর্থঃ হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দার প্রতি যে দুঃখ পৌঁছে থাকে, চাই তা বড় হোক বা ছোট হোক- তা নিশ্চয়ই অপরাধের কারণে, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তার অধিকাংশ গুনাহগুলি নিজ দয়ায় ক্ষমা করে দেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর্থনে আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير

www.islamijindegi.com

অর্থঃ তোমাদের প্রতি যে বিপদ পৌঁছে, তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন, আর আল্লাহ অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী)

হাদীসের বাণী-৩

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كثرت ذنوب العبد و لم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله عز و جل بالحزن ليكفرها عنه رواه احمد الحديث (٢٥٢٧٥)

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দার গুনাহ অধিক হয়ে যায় এবং সেগুলোর প্রায়শ্চিত্তের মত তার কোন নেক আমল না থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদ দ্বারা চিন্তাগ্রস্ত করেন যাতে তার গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে দিতে পারেন। (আহমদ)

হাদীসের বাণী-৪

عن محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان الله عز و جل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. رواه أحمد الحديث (٢٣٦٧٢)

অর্থঃ হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। তারপর যে ধৈর্যধারণ করে তার জন্য ধৈর্যধারণ (এর অফুরন্ত সাওয়াব) লিখা হয়, আর যে অধৈর্য হয়ে পড়ে তার জন্য বে-সবরী (এর গুনাহ) লিখে দেয়া হয়। (ফলে সে কেবল কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ-ই করতে থাকে)। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১১)

উপর্যুক্ত প্রমাণসমৃদ্ধ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হল যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে ধ্বংস করার জন্য বিপদে নিপতিত করেন না। বরং তাকে ভালোবাসেন বলেই বিপদাপদের মাধ্যমে তাকে জান্নাতের উপযোগী করে তুলতে চান; তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে ও গুনাহ মাফ করতে চান, সর্বোপরি সতর্ক সংকেত দিয়ে তাকে ভালো হওযার সুযোগ দিতে চান।

বিপদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি তা সে যত বড় বিপদেই আক্রান্ত হোক না কেন, উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে বিপদে তার ধৈর্যধারণ অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রথমত বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন, দ্বিতীয়ত কোন কারণে বিপদাপদ এসে গেলে তাতে ধৈর্যধারণ করার এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার ও নসীহত হাসিল করার তৌফিক দান করুন -আমীন।

এখন আমরা বিপদাপদে করণীয় নিয়ে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

www.islamijindegi.com

বিপদাপদে করণীয়-১

এটাকে সতর্ক সংকেত মনে করবে পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা গ্রহণ, মর্যাদা বৃদ্ধি, গুনাহ মাফ এবং সতর্ক সংকেত হিসেবে বিপদাপদ দিয়ে থাকেন, কিন্তু একজন মুমিন বিপদগ্রস্ত হলে সর্বপ্রথম সে এটাকে নিজের মন্দ আমলের প্রতিক্রিয়া মনে করবে এবং ধারণা করবে যে, সতর্ক করে দেয়ার জন্যই তাকে বিপদে গ্রেফতার করা হয়েছে । এর উপকারিতা হল, এতে সে ভীত-কম্পিত হয়ে পূর্বকৃত আমলের হিসাব-নিকাশ শুরু করবে এবং ভুল-ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করবে অতঃপর তাওবা-ইস্তিগফার করে আমল সংশোধনের ফিকির করবে । পক্ষান্তরে যদি সে এটাকে সতর্ক সংকেত মনে না করে প্রথমেই মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ মনে করে বসে, তাহলে সে নিজের প্রতি সুধারণা বশতঃ আমল সংশোধনে মনোযোগী হবে না । ফলে অবশেষে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । কেননা, হয়তো বিপদ এসেছিল তাকে সতর্ক করতে কিন্তু সে রয়ে গেল আগের মতই নিচেষ্ট ও উদাসীন । তবে আমল সংশোধন করে নেয়ার পর বিপদাপদকে গুনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ মনে করাতে কোন সমস্যা নেই, বরং সেটা আরও ভালো । কেননা, এতে মনোবল চাঙ্গা থাকে, হতাশা দূরীভূত হয় এবং ইহতিসাব তথা সওয়াবের নিয়ত থাকাতে অতিরিক্ত সাওয়াবও পাওয়া যায়।

করণীয়-২

সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করা

বিপদাক্রান্ত হয়ে সবর অবলম্বন করা এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় (সন্তুষ্ট) থাকা অত্যন্ত জরুরী । তবে সেটা হতে হবে বিপদের প্রথম প্রহরে । কারণ, শেষ পর্যন্ত সকলেই ধৈর্য ধরতে বাধ্য হয়, কিন্তু তখন সেই ধৈর্যের আর কীইবা মূল্য থাকে? তবে সবর ও সন্তুষ্টি আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতের মাধ্যমেই হাসিল হয় ।

হাদীসের বাণী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِى قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى. رواه البخارى الحديث(١٢٨٣)

তরজমাঃ হযরত আনাস রা. বলেন, একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ চলতে চলেতে এমন এক মহিলার নিকট পৌঁছলেন, যে একটি কবরের নিকট কাঁদছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধর । সে বলল, আমার নিকট হতে সরে যাও, তুমি আমার বিপদে পড় নি । সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনতে পারেনি । তারপর তাকে বলা হল, ইনি তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.islamijindegi.com

ওয়াসাল্লাম। একথা শুনে সে নবীজীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় আসল এবং সেখানে কোন দারোয়ান দেখতে পেল না । তারপর সে বলল, হুযূরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে তখন চিনতে পারিনি! হুযুরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকৃত ধৈর্যতো বিপদের প্রথম প্রহরে । (মন শান্ত হয়ে গেলে ধৈর্যের কোন অর্থ থাকে না) । (বুখারী,মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ-৫/২৪২)

বিপদে ধৈর্যধারণ করা আম্বিয়া কেরামের আ. সুন্নাত

আল্লাহ তাআলার বাণী

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴿٣٥﴾

(১) অর্থঃ (হে নবী) আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন অন্যান্য দৃঢ় সংকল্প রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন। (সূরা আহক্বাফ-৩৫)

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (الأنبياء:85

(২) অর্থঃ আর ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলদের আলোচনা করুন, তারা সকলেই ধৈর্যশীল দৃঢ়পদ ছিলেন। (সূরা আম্বিয়া-৮৫)

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

(৩) (হযরত লুকমান (আঃ) তার ছেলেকে নসীহত করে বললেন!) হে বৎস! যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয় তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করবে । (সূরা লোকমান)

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

(৪) (রাসূলগণ কাফিরদিগকে বললেন) তোমরা আমাদেরকে যেসব কষ্ট দিয়েছো, আমরা তাতে সবর করবো; আর আল্লাহরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত । (সূরা ইবরাহীম-১২)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴿١٣٠﴾

(৫) অতএব আপনি (হে মুহাম্মদ!) তাদের (কুফর মিশ্রিত) বাক্যাবলীর প্রতি ধৈর্যধারণ করুন এবং নিজ রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন । (সূরা ত্ব-হা-১৩০)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ ﴿٣٤﴾

(৬) আর বহু পয়গম্বর যারা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, তাদেরকেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তাঁরা সবরই করেছিলেন তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার ও তাদেরকে যাতনা দেয়ার প্রতি, যে পর্যন্ত না তাঁদের নিকট আমার সাহায্য পৌঁছেছিল । (সূরা আনআম-৩৪)

সবরের ফযীলত

আল্লাহ তাআলার বাণী

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

(১) আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের পুরস্কার এই দিলাম যে, তারা সফলকাম হয়েছে। (সূরা মুমিনুন-১১১)

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

(২) আর যে ধৈর্য ধরে এবং ক্ষমা করে দেয়, এটা অবশ্য সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। (সূরা -শূরা -৪৩)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

(৩) আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে যখন তাদের উপর মুসীবত আসে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের প্রতি বর্ষিত হবে বিশেষ করুণাসমূহ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং সাধারণ করুণাও। আর এরাই এমন লোক যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। (সূরা বাকারা ১৫৫-১৫৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

(৪) হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। (সূরা বাকারা-১৫৩)

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّـهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

(৫) যা কিছু তোমাদের নিকট আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর যা আল্লাহর নিকট আছে, তা চিরন্তন থাকবে; আর যারা ধৈর্যধারণ করবে আমি অবশ্যই তাদের পুরস্কার প্রদান করব তাদের ভাল কাজের বিনিময়ে। (সূরা-নাহল-৯৬)

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

(৬) আর তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত এবং রেশমী পোশাক প্রদান করবেন। এমতাবস্থায় যে, তারা তার মধ্যে পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে থাকবে, সেখানে তারা না উত্তাপ ভোগ করবে আর না শীত (বরং পরিবেশ হবে নাতিশীতোষ্ণ)। (সূরা- দাহর-১২-১৩)

www.islamijindegi.com

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

(৭) বরং নেক কাজ তো এটা যে, কোন ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি ..... আর যারা ধৈর্যধারণ করে অভাব অনটনে, অসুখে-বিসুখে ও যুদ্ধ-জিহাদে। এরাই সত্যিকারের মানুষ, এরাই সত্যিকারের খোদাভীরু। (সূরা বাকারা-১৭৭)

সবর সংক্রান্ত হাদীসের বাণী

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »رواه مسلم الحديث.(৭৬৯২)

অর্থঃ হযরত সুহাইব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের অবস্থা কি অদ্ভুত যে, তার সকল অবস্থাই কল্যাণকর! আর এটা কেবল (মুমিনের) বৈশিষ্ট্য। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে আল্লাহ শোকরগুজারী করে। তো এটা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যদি তার উপর মুসীবত আসে তবে সে সবর করে। তো এটাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৭৪৬০/৬৪)

করণীয়-৩: প্রত্যেক বিপদের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কী পুরস্কার ও সাওয়াব প্রদান করবেন তা স্মরণ করা এবং সেই সাওয়াব অর্জনের ইয়াক্বীন রাখা, আর এর দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করা।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার বিপদের ফযীলত সম্বলিত হাদীস তুলে ধরা হচ্ছে।

সন্তান হারানোর ফযীলত

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم) رواه البخارى الحديث(৬২৮০)

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছে, যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে, দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী- হাদীস নং-১৪৩)

www.islamijindegi.com

عن أبي هريرة أن امرأة اتت النبي صلى الله عليه و سلم بصبي فقالت ادع له فقد دفنت ثلاثة فقال احتظرت بحظار شديد من النار

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, একদা জনৈকা মহিলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে একটি শিশুসন্তানসহ উপস্থিতি হল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্য দুআ করুন । আমি তো ইতিমধ্যেই তিনটি সন্তানকে সমাধিস্থ করেছি । তিনি ইরশাদ করলেন, তা হলে তো তুমি দোযখের মুকাবিলায় মজবুত প্রতিবন্ধক গড়েছো । (আল আদাবুল মুফরাদ- হাদীস নং ১৪৪)

عن خالد العبسي قال مات بن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم يقول صغاركم دعاميص الجنة الأدب المفرد الحديث(١٤٥)

হযরত খালিদ আবসী বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করল। আমি নিদারুণ মর্মাহতে হয়ে পড়লাম। তখন আমি বললাম, হে আবূ হুরাইরা! আপনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন কিছু শুনেছেন- যা দ্বারা আমার পুত্রের মৃত্যুর শোকের মধ্যে একটু সান্ত্বনা লাভ করতে পারি? তিনি বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের ছোট ছোট শিশু সন্তান বেহেশতের পানির জীব স্বরূপ। (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-১৪৫)

عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت لجابر والله أرى لو قلتم وواحد لقال قال وأنا أظنه والله. نفس المصدر الحديث (146)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি, যার তিনটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হল এবং সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করল, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে । আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর যার দুটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হল (তার অবস্থা কী হবে?) ইরশাদ করলেন, এবং যার দু'টি সে-ও । জাবির রা. এর বরাত দিয়ে বর্ণনাকারী মাহমূদ ইবনে লাবীদ বলেন, আমি জাবিরকে খোদার কসম দিয়ে বললাম, আমার তো মনে হয়, যদি আপনি এক সন্তানের মৃত্যুর কথা বলতেন, তবুও তিনি তা-ই বলতেন । তিনি বললেন, কসম আল্লাহর, আমার ধারণাও তাই। (আল আদাবুল মুফরাদ- হাদীস নং - ১৪৬)

عن أبي موسى الاشعرى :(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون : نعم فيقول

www.islamijindegi.com

: ما ذا قال عبدى ؟ فيقولون حمدك واسترجع ، فيقول الله : ابنوا لعبدى بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) . رواه الترمذى الحديث(٢٤٣)

হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তান উঠিয়ে নিলে? তারা উত্তর দিয়ে থাকেন- হ্যাঁ খোদা । তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি তার অন্তরের ধন কেড়ে দিলে? তারা বলে, হ্যাঁ খোদা । তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দা কি বললো? তারা উত্তরে বলেন, তখন সে আপনার প্রশংসা করল এবং ইন্নালিল্লাহ ..... বলল । তখন আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ কর আর এর নাম রাখ বাইতুল হামদ । (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর আঘাত সহ্য করার উপর সাওয়াবের আশা রাখার ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ.رواه البخارى الحديث (٦٤٢٢)

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার মুমিন বান্দা- যখন আমি তার দুনিয়ার কোন প্রিয়ভাজনকে উঠিয়ে নেই আর সে (এই আঘাত পেয়ে সবর করে ও প্রতিদানে) সওয়াবের আশা রাখে তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত কোন পুরস্কার নেই । (বুখারী হাদীস নং- ৬৪২২)

ব্যাখ্যাঃ صَفِيّ অর্থ প্রিয়ভাজন । এর মধ্যে মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব সবাই শামিল ।

রোগীর রোগ-যাতনা তার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. رواه البخارى الحديث(٥٦٤١)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম বান্দার উপর রোগ-শোক, দুখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাই আসুক না কেন, এমনকি একটি কাঁটাও যদি তার গায়ে বিঁধে তবে তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহের কাফফারা করে থাকেন । (আল আদাবুল মুফরাদ ৪৯৪)

www.islamijindegi.com

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز و جل وما عليه خطيئة. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث (১৯৫)

হযরত আবূ সালামা ও হযরত আবূ হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুমিন পুরুষ ও নারীর জান ও মাল এবং পরিবার পরিজনের (অন্য বর্ণনা মতে এবং তার সন্তানের উপর) বালা-মুসিবত লেগেই থাকে, অতঃপর সে আল্লাহ তাআলার সন্নিধানে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তার আর কোন গুনাহই বাকী থাকে না। (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং- ৪৯৬)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث(৪৯৯)

হযরত আয়িশা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহরাশি হতে এমনভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলেন যেমন লোহার জংকে কামারের হাপর পরিষ্কার করে দেয়। (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৪৯৯)

জ্বরের ফযীলত

عن أبي هريرة قال : ما من مرض يصيبنى أحب إلى من الحمى لأنها تدخل في كل عضو منى وان الله عز و جل يعطى كل عضو قسطه من الأجر. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত আবূ হুরাইরা রা. বলেন, আমার নিকট জ্বরের চেয়ে প্রিয়তর আর কোন রোগ নেই। কেননা, এটা আমার প্রতিটি অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে। আর আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রাপ্য সাওয়াব প্রদান করে থাকেন। (আল আদাবুল মুফরাদ, হাঃ নং ৫০৫)

কাঁটা বেঁধার ফযীলত

أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول : ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন, মুমিন বান্দার গায়ে কোন কাঁটা বেঁধা হতে শুরু করে ছোট বড় যত বিপদই আপতিত হয় তাতে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৫০৮)

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قضى بها من خطاياه يوم القيامة. رواه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

www.islamijindegi.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলমানের গায়ে এই দুনিয়ার একটি কাঁটা বিধে এবং সে তার বিনিময়ে সাওয়াবের আশা রাখে তাহলে এর জন্য কিয়ামতের দিন তার গুনাহরাশি মার্জনা করা হবে । (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৫০৯)

মহামারী ও প্লেগে নিহত ব্যক্তির ফযীলত

عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول ربنا انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم.رواه النسائى فى سننه الحديث

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুদ্ধে শহীদগণ ও ঘরে বিছানায় মৃতব্যক্তিগণ মহামারীতে মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে পরওয়ারদেগারে আলমের নিকট দাবী পেশ করবেন । শহীদগণ বলবেন, এরা আমাদের ভাই । কারণ তারা আঘাতে নিহত হয়েছে, যেরূপ আমরা নিহত হয়েছি । আর ঘরে বিছানায় মৃতগণ বলবেন, এরা আমাদের দলভুক্ত; এরা তাদের ঘরে মরেছে যেরূপ আমরা মরেছি । তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এদের শরীরের আঘাতের দিকে দেখ, এদের আঘাত যদি শহীদদের আঘাতের অনুরূপ হয় তা হলে তারা শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শহীদগণের সঙ্গেই থাকবে । পরে দেখা যাবে যে, তাদের আঘাত শহীদগণের আঘাতের অনুরূপ । (আহমাদ ও নাসায়ী)

وعن انس رضـــ قال: الطاعون شهادة كل مسلم. اخرجه البخارى ومسلم

হযরত আনাস রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহামারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত স্বরূপ । (বুখারী,মুসলিম)

পেটের পীড়ার ফযীলত

عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ الْآخَرُ بَلَى. رواه أحمد

হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, যাকে তার পেটের পীড়া (পাকস্থলী, হার্ট, ফুসফুস, লিভার, কিডনি ইত্যাদি) হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না । (মুসনাদে আহমদ)

মৃগী রোগের ফযীলত

www.islamijindegi.com

عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال (إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك) . فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها. أخرجه البخارى الحديث

তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ বলেন, আমাকে একবার হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, (আতা!) আমি কি তোমাকে একটি বেহেশতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ । তিনি বললেন, এই কালো মহিলাটি । সে একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং আমার সতরের কাপড় ঠিক থাকে না । আল্লাহর নিকট আমার জন্য দুআ করুন । হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর সবর করতে পারো তখন তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে । আর যদি ইচ্ছা কর আমি দুআ করব, আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন । (কিন্তু সেক্ষেত্রে জান্নাতের ওয়াদা নাই) সে বলল, আমি সবর করব । অতঃপর সে বলল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাপড় ঠিক থাকে না । দুআ করুন, আমার সতর যেন খুলে না যায় । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য সেই দুআ করলেন । (বুখারী, মুসলিম)

চক্ষু রোগের ফযীলত

عن زيد بن أرقم يقول : رمدت عيني فعادنى النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال يا زيد لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع قال كنت أصبر وأحتسب قال لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. اخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন, একবার আমার চক্ষুরোগ হল, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন । তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, যায়েদ! এভাবে যদি তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকে তবে তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমি সবর করব এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা করব । তিনি বললেন, এভাবে তোমার চক্ষুরোগ যদি অব্যাহত থাকে আর তুমি তাতে সবর কর ও সাওয়াবের প্রত্যাশা কর তবে তুমি এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে । (আল আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৫৩৪)

عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول قال الله عز و جل : إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. اخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত আনাস রা. বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) বলবেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয় বস্তু দুটির পরীক্ষায় (অর্থাৎ, চক্ষুদ্বয়ের পীড়ায় বা অন্ধ হয়ে

www.islamijindegi.com

যাওয়ার মুসীবতে) লিপ্ত করেছি, আর তাতেও সে ধৈর্যধারণ করেছে, বিনিময়ে (আজ) আমি তাকে বেহেশত প্রদান করলাম । (আল আদাবুল মুফরাদ- হাং নং-৫৩৬)

রোগীর দুআ ফেরেশতার দুআর মত মকবুল

عن عمر بن الخطاب ، قال : قال لى النبي صلى الله عليه وسلم " إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك . فإن دعاءه كدعاء الملائكة " . أخرجه ابن ماجة فى سننه الحديث

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি কোন রোগীর নিকট যাবে, তাকে তোমার জন্য দুআ করতে বলবে, কেননা তার দুআ ফেরেশতাদের দুআর ন্যায় (মকবুল)- ইবনে মাজাহ

(অসুস্থ) ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদাতের সাওয়াব লাভ করে থাকে

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. أخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয়, সে তার রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থাবস্থায় ইবাদত করে যেরূপ সাওয়াব লাভ করতো অসুস্থতা অবস্থায় সেরূপই ইবাদতের সাওয়াব লাভ করে । (আবু আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ৫০২)

عن راشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني : انه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه فقلت أين تريدان يرحمكما الله قالا نريد ههنا إلى أخ لنا مريض نعوده فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقالا له كيف أصبحت قال أصبحت بنعمة فقال له شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الله عز و جل يقول اني إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز و جل انا قيدت عبدى وابتليته وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. أخرجه الإمام أحمد

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস এবং সুনাবেহী রা. হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন আজ সকাল কেমন যাচ্ছে? সে বলল আল্লাহর মেহেরবানীতে ভালই যাচ্ছে । একথা শুনে হযরত শাদ্দাদ বললেন, তোমার প্রতি গুনাহ মাফ ও অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ হোক! কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে কোন মুমিন বান্দাকে রোগগ্রস্ত করি, আর আমার এই রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শোকর করে- সে

www.islamijindegi.com

তার রোগশয্যা হতে উঠবে সমস্ত গুনাহ হতে পাক সাফ হয়ে সে দিনের মত যেদিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন- আমি আমার বান্দাকে বন্দী করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করেছি অতএব , তোমরা তার (সুস্থ) অবস্থায় তার জন্য যে সাওয়াব লিখতে তাই লিখতে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা উত্তম

عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المؤمن : الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم . اخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হতে উত্তম যে মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও করে না আর তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না। (আল আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং-৩৯০)

বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া ঈমানের আলামত

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل المؤمن كمثل الزرع لا يزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. اخرجه البخارى فى صحيحه الحديث

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের উদাহরণ শস্য গাছের মত, বাতাস তাকে সর্বদা এদিক সেদিক দোলায় এবং তার উপর সর্বদা মুসীবত পৌঁছে। আর মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে পিলু গাছের ন্যায় যা দোলায় না, যাবৎ না তাকে কেটে ফেলা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قال: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الأَسْقَامَ فَقَالَ « إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا.

হযরত আমেরুর রাম রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, মুমিনের যখন রোগ হয়, অতঃপর আল্লাহ তাহাকে আরোগ্য দান করেন, এটা তার অতীতের গুনাহর জন্য কাফফারা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়; কিন্তু মুনাফিক

www.islamijindegi.com

যখন রোগাক্রান্ত হয়, অতঃপর তাকে আরোগ্য দান করা হয়; সে সেই উটের ন্যায় যাকে তার মালিক বেঁধেছিল অতঃপর ছেড়ে দিল। সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রোগ আবার কি? আল্লাহর কসম, আমি তো কখনও রোগাক্রান্ত হইনি! হুযূর বললেন, আমাদের নিকট থেকে উঠে যাও। কেননা তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (আবু দাউদ)

কিয়ামতে বিপদগ্রস্তদের সাওয়াব দেখে সুখ-শান্তিভোগীরা নিজেদের জন্য আক্ষেপ করবে

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. اخرجه الترمذى فى سننه الحديث

হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন যখন দেখবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রচুর সাওয়াব দেয়া হচ্ছে, তখন আক্ষেপ করবে- আহা! যদি তাদের চামড়া দুনিয়াতে কাঁচি দ্বারা কাটা হতো । (তিরমিযী)

মানুষের মধ্যে নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) ও নেককার লোকদের উপর সর্বাধিক বিপদ-আপদ এসে থাকে

عن أبى سعيد الخدرى أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله قال إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر فقال يا رسول الله أى الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها ويبتلى بالقمل حتى يقتله ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. أخرجه البخارى فى الأدب المفرد الحديث

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিতি হলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জ্বরাক্রান্ত এবং তাঁর গায়ে একখানা চাদর জড়ানো ছিল । তিনি (আবূ সাঈদ রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহে হাত রাখলেন এবং উত্তাপ অনুভব করলেন । তখন আবূ সাঈদ রা. বললেন, আপনার শরীরে কী ভীষণ জ্বর ইয়া রাসূলাল্লাহ! জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমাদের এরূপই হয়ে থাকে । আমাদের উপর কঠিন বিপদাপদ দেখা দেয় এবং আমরা এর বদলে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করে থাকি । তখন আবূ সাঈদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন শ্রেণীর মানুষের

www.islamijindegi.com

উপর সর্বাধিক বিপদাপদ এসে থাকে? ইরশাদ করলেন, নবী-রাসূলগণের উপর। তারপর সালিহীন বা পুণ্যবানদের উপর। তাঁদের কেউ দারিদ্রের অগ্নিপরীক্ষায় পতিত হয়েছেন। এমনকি এক জুব্বা ছাড়া পরিধানের মত কোন বস্ত্র তার ছিল না। অগত্যা তাই ছিঁড়ে লুঙ্গী বানিয়ে পরিধান করেন। কারও শরীরে উকুন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এই উকুনগুলোই শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে ফেলে, নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার কেউ পুরস্কার লাভে যত খুশি হয় তাদের মধ্যকার কেউ বিপদ-আপদে ততোধিক খুশি হতেন। (আল আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং-৫১২)

রোগী দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্য, ফযীলত ও দু'আ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন মুসলমান সকালে রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। অনুরূপভাবে বিকালে রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং তাকে জান্নাতের একটি বাগান দেয়া হয়। (তিরমিযী, হাদীস নং-৯৭০)

রোগী দেখতে যাওয়ার কয়েকটি উদ্দেশ্য। ক. তার সুস্থতার জন্য দু'আ করা, খ. তার নিকট দু'আ কামনা করা কারণ, তার দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর ন্যায় মকবুল, গ. তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিশাল সাওয়াব অর্জন করা। কোন অবস্থায় তাকে দেখে হা-হুতাশ করা বা কান্নাকাটি করা বা "হায়াত শেষ" এ জাতীয় কথা বলে তাকে নিরাশ করা মোটেই ঠিক নয়।

রোগী দেখতে গেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পড়বে-

لابأس طهور إن شاء الله

অর্থঃ ঘাবড়াবার কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। এবং এ রোগ (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা হতে) পবিত্রতা সাধনকারী। (বুখারী)

বিঃদ্রঃ রোগী আলেম হলে আরবী দু'আটিই পড়বে, আর সাধারণ মানুষ হলে তরজমা কিংবা এ জাতীয় কথা বলে সান্ত্বনা দিবে। কোন অবস্থায় তাকে হায়াতের ব্যাপারে নিরাশ করবে না, যদিও তার মধ্যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা যায়। অতঃপর সাতবার এ দুআটি পড়বে।

أسئل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

অর্থঃ আমি আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার সুস্থতার জন্য দু'আ করছি। এ দু'আ সাতবার পড়লে অবশ্যই আল্লাহ তাকে (সুস্থতা) দান করবেন, যদি তার মৃত্যুর সময় না এসে থাকে। (আবু দাউদ ২/৪৪২, তিরমিযী ২/২৮)

www.islamijindegi.com

মুসীবতগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়ার ফযীলত

ن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال (من عزى مصابا فله مثل أجره) أخرجه الترمذى فى سننه الحديث (1079) وابن ماجه فى سننه الحديث

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করে তার জন্যও বিপদগ্রস্তের ন্যায় সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

عن أبي بزرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. أخرجه الترمذى الحديث

হযরত আবূ বরযা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন সন্তানহারা স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দান করবে তাঁকে বেহেশতে (মূল্যবান) ডোরাকাটা পোশাক পরানো হরে। (তিরমিযী)

বিপদকালীন দু'আ

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول عند الكرب (لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم) أخرجه البخارى فى صحيحه الحديث

নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদকালে বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই যিনি সুমহান, সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি আসমানসমূহ, যমীন এবং আরশে আযীমের রব। (বুখারী হাঃ নং ৬৩৪৫)

عن ابى بكرة اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفه عين ، وأصلح لى شأني كله لا إله إلا أنت. اخرجه ابوداود فى سننه الحديث

অর্থঃ হযরত আবূ বাকরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দু'আ এই- "আল্লাহ! আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" (মিশকাত ২৪৪৭)

عن انس رضـــ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كربه امر يقول: حي ياقيوم برحمتك استغيث. مشكاة المصابيح الحديث

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন কোন বিষয় চিন্তাগ্রস্ত করতো, তিনি বলতেন, "হে চিরঞ্জীব! হে স্বপ্রতিষ্ঠ - সংরক্ষণকারী! তোমার দয়ার নিকট আমি ফরিয়াদ করি।" (মিশকাত-২৪৫৩)

www.islamijindegi.com

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ « يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِى أَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ ». قَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِى وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ». قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ». قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّى وَقَضَى عَنِّى دَيْنِى. أخرجه ابوداود الحديث

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে এবং ঋণ আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে । তিনি বললেন আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলব না, যদি তুমি বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন ।

সাহাবী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলুন! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে এবং যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, বলবে, “আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তা-ভাবনা হতে পানাহ চাই । অপারগতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই এবং আমি কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে পানাহ চাই । এবং আমি ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার হতে পানাহ চাই ।” তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা করলাম, আর আল্লাহ আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিলেন । (আবু দাউদ, মিশকাত-২৪৪৮)

প্রিয়জনের ইন্তিকালে সান্ত্বনা লাভের উপায়

আমার প্রিয় শাইখ ও মুরশিদ মুজাদ্দিদে যামান মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান কথা ইরশাদ করেছেন-

(ক) প্রিয়জনের ইন্তিকালে মানুষ যত দুঃখিত ও মর্মাহতই হোক না কেন তা কমই বটে । এই নাযুক মুহূর্তে বেদনার্ত হওয়া মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত বিষয় । এজন্য শরীয়ত এক্ষেত্রে দুঃখ-বেদনার নিন্দা করেনি । বরং মর্মাহত ব্যক্তিকে বিশেষ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, যাতে ধীরে ধীরে তার দুঃখ কমে আসে এবং মনোবেদনা লাঘব হয় । মানুষ যদি দুঃখ-বেদনার বৃত্তেই ঘুরপাক খেতে থাকে এবং সবসময় কেবল দুঃখ-বেদনা নিয়েই পড়ে থাকে তাহলে তার দীন-দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়বে । আর এটা মানব জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থী । অপর দিকে দুঃখ প্রকাশে অশ্রু প্রবাহিত করতে এবং কাঁদতে নিষেধ করাও সমীচীন নয় । কেননা মর্মবেদনা লাঘবের জন্য অনুচ্চস্বরে কান্নার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া উদগত কান্না কষ্ট করে চেপে রাখলে শারীরিক ক্ষতিরও

www.islamijindegi.com

আশংকা থাকে । এজন্য শরীয়ত কাঁদতে নিষেধ করেনি বরং কান্না আসলে মন ভরে কেঁদে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে । কিন্তু সশব্দে চীৎকার করে কাঁদা যেহেতু মানুষের আয়ত্তাধীন, এজন্য তা নিষেধ করা হয়েছে । তা ছাড়া সশব্দ কান্না অন্যদের উপরও মন্দ প্রভাব ফেলে । কারণ, কান্না হল সংক্রামক ধাঁচের, একজনের দেখাদেখি অন্যের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ে । তবে অনিচ্ছাকৃত চীৎকার ধ্বনি বেরিয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই । অর্থাৎ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুনাহগার হবে না ।

(খ) একথা পরম সত্য যে, যার আগমন ঘটেছে তাকে একদিন এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে । তবে এর জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি সময় বেঁধে দিয়েছন ।কিন্তু সুনিশ্চিত ও অনতিক্রম্য সেই সময়টি আল্লাহ তা'আলাই জানেন । তিনি ব্যতীত আর কারও তা জানা নেই। তাই তো দেখা যায়- অসুখ-বিসূখ কিচ্ছু নেই; একেবারে সুস্থ-সবল মানুষটি বিলকুল রওয়ানা হয়ে যায় । বস্তুতঃ এটিই তার নিদিষ্ট সময়।আজকাল এটাকে 'হার্ট অ্যাটাক' ও ব্রেন স্ট্রোক বলে ব্যক্ত করা হয়।

খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (রহঃ) তাঁর কবিতায় কি পরম সত্যটিই না তুলে ধরেছেন-

ہورہی ہے عمر مثل برف کم ۔ چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم

জীবনের বরফখন্ডটি দেখো, গলে গলে কেমন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । কত নিঃশব্দে, কেমন ধীরে ধীরে, প্রতি নিঃশ্বাসে ।

سانس ہے ربرو ملک عدم۔ دفعۃ اکروز یہ جائیگا تھم

শ্বাস-প্রশ্বাস যেন এক ভ্রাম্যমাণ পথিক, হঠাৎ এক বাঁকে থেমে যায় তার চলার গতি

اکدن مرنا ہے آخر موت ہے ۔ کرلے جوکرناہے آخر موت ہے

একদিন তোমাকে মরতেই হবে জেনে রেখো! আয়ু থাকতেই যা করার করে নাও হে!

(গ) মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য । কাজেই পৃথিবীর প্রত্যেক জোড়ার এবং প্রতি দু'জনের একজনকে অবশ্যই অপরজনের বিয়োগ-বিচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হবে । স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে, স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীকে, পিতা-মাতার ইন্তিকালে ছেলে-সন্তানকে, সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতাকে, ভাইয়ের তিরোধানে বোনকে অনুরূপ প্রত্যেক দুজনের একজনকে । আর একথাও স্পষ্ট যে, দু'জনার একজনকে ইচ্ছাধিকার দেয়া হলে কেউ-ই মৃত্যুযন্ত্রণা বরণ করতে স্বেচ্ছায় রাজি হতো না । এজন্য আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর ব্যাপারটি স্বয়ং তার আয়ত্তাধীন রেখেছেন । বস্তুতঃ তিনিই প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তিনিই প্রাণ সংহার করেন ।

www.islamijindegi.com

(ঘ) একজন সাধারণ গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত আব্বাস রা. এর ইন্তিকালে তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ রা. এর খিদমতে- দেখুন কী চমৎকার সান্তনাবাণী পেশ করেছিলেন। এতে আমাদের জন্যে রয়েছে এক চমকপ্রদ শিক্ষা

وخير من العباس أجرك بعد+ والله خير منك للعباس

প্রথম পংক্তিতে বলা হয়েছে- হযরত আব্বাস রা. এর ইন্তেকালে সবর করার বিনিময়ে হে আব্দুল্লাহ! আপনাকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। ভেবে দেখুন, পুরস্কার অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অধিক উত্তম, না আপনার নিকট হযরত আব্বাসের জীবিত থাকা? স্পষ্ট যে, আল্লাহর সন্তুষ্টিই উত্তম।

আর দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে- হযরত আব্বাস রা. পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতে পাড়ি জমিয়েছেন,তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার রাশি রাশি নেয়ামত বর্ষিত হচ্ছে এবং তাকে অকল্পনীয় সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে। তো বলুন, হযরত আব্বাসের জন্য আপনি উত্তম, না আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও সম্মান? জবাব সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও মর্যাদাই উত্তম।

সারকথা হল, কারো মৃত্যুতে একজন অপরজন হতে পৃথক হয়ে যায় কিন্তু প্রত্যেকেই উত্তম বস্তুর অধিকারী হয়। দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু উভয়ের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই উত্তম বস্তু ও বিনিময় লাভ করছে।

(ঙ) এ কথাও চিন্তা করা দরকার যে, মৃত্যুর মাধ্যমে আলাদা হওয়া বা বিচ্ছেদ ঘটা এটা সাময়িকের জন্য; চিরদিনের জন্য নয়। যেমন দুই বন্ধুর একজন হিজরত করে অন্য কোন দেশে চলে গেল আর অপরজন কোন ওজর বশতঃ তার সঙ্গে যেতে পারল না। কিন্তু রয়ে যাওয়া বন্ধু তার হিজরত করা বন্ধুর দেশে কখনো গেলেই তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারবে। এভাবে চিন্তা করলে রয়ে যাওয়া বন্ধুর দুঃখ-পেরেশানীর শিকার হতে হয় না। মৃত্যুরও এই একই অবস্থা মৃত ব্যক্তি তো পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না, কিন্তু এখানকার ব্যক্তি মুত্যুর মাধ্যমে সেখানে পৌঁছে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে আল্লাহ তাআলা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে কুরআনে কারীমে ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। (আর মুনীবের জন্য তার গোলামের বাসস্থান পরিবর্তনের অধিকার থাকে। সুতরাং পরিবর্তনের দ্বারা যদি মনে কষ্ট লাগে, তাহলে এভাবে চিন্তা করবে যে,) আমরা সকলেই (মুনীবের নির্ধারিত) সে স্থানে ফিরে যাবো, (যেখানে আমাদের বন্ধু ও প্রিয়জন পূর্বে চলে গেছেন।) (মাজালিসে আবরার, 'দাফিউল গম্ম' নামক পুস্তিকা)

হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (রহঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে নিজের কামরার মধ্যে একটি কবিতা লিখে রেখেছিলেন। যা পরবর্তীতে তার সমাধি শিয়রে উৎকীর্ণ হয়েছে -

www.islamijindegi.com

لوگ کہتے ہیں کہ مرزا مرگیا۔ در حقیقت مرزا اپنا گھر گیا

অর্থঃ লোকেরা বলাবলি করছে যে, মির্যা সাহেব মারা গেছেন। কিন্তু আসল কথা হল মির্যা সাহেব নিজ বাড়ীতে ফিরে গেছেন।

বিপদাপদে পরিস্থিতি সামলে নেয়ার সহজ উপায়

১। সর্বদা যে কোন ধরনের বিপদাপদ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইবে। তবে এসে গেলে সবর করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

২। বিপদাপদে পড়ামাত্রই اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করবে এবং এর থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করবে যে, মূলতঃ পেরেশানীর কারণ হল, দুটি অমূলক ধারণা-

(ক) যা হাতছাড়া হয়েছে, তার মালিক আমি নিজেই।
(খ) এবং উক্ত বস্তু আর কোন দিন ফিরে আসবে না।

এ জন্য দেখা যায়, যেখানে নিজের মালিকানা বা নিজের সম্পর্কিত বিষয় নয় সেখানে অনেক বড় বড় বিপদ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ পেরেশান হয় না। যেমন পত্র-পত্রিকায় কত বিপদের খবর বের হয় কিন্তু কেউ তেমন পেরেশান হয় না। কারণ ওটা তার নিজের সম্পর্কিত কিছু নয়।

তেমনিভাবে ঘড়ি চুরি হলে পেরেশানী হয়। কারণ আর হয়ত ফিরে পাবে না। কিন্তু নিজের কোন কাজে ঘড়ি মেকারের নিকট কয়েক দিনের জন্য দিয়ে আসলে তাতে কোন পেরেশানী হয় না। কারণ তা স্থায়ীভাবে হাত ছাড়া হয়নি।

তো উক্ত দুআ ও আয়াত اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ এর মধ্যে উভয় অমূলক ধারণা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে যে, আমি এবং আমার সবকিছু আল্লাহর মালিকানাধীন। এখানে আমার কোন মালিকানা নাই। সুতরাং আমার পেরেশানীর কি আছে? যার মালিকানা তারই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে। সেখানে আমার কি অধিকার আছে।

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, যা হাতছাড়া হয়েছে, নষ্ট হয়েছে বা কোন নিকট আত্মীয় মারা গেছে তো ঐ ব্যক্তি বা বস্তু স্থায়ীভাবে হাত ছাড়া হয় নি। কারণ, আমরা সকলেই মৃত্যুর পর অতীত আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হব এবং ক্ষতিগ্রস্ত মালেরও প্রতিদান আমরা আল্লাহর দরবারে ফিরে পাব। সুতরাং পেরেশানীর কিছু নাই।

৩. নিজের চেয়ে যারা আরো বেশী বিপদগ্রস্ত তাদের অবস্থা সামনে রাখবে। সুযোগ হলে কখনো হাসপাতাল পরিদর্শন করবে। এবং চিন্তা করবে যে, হাজারো লোকের বিপদের তুলনায় আমার বিপদ হালকা। সুতরাং তাদের দিকে চেয়ে আমাদের সবর করা উচিত।

www.islamijindegi.com

৪ । বিপদের সময় এ কথাও চিন্তা করবে যে, যতটুকু বিপদ এসেছে এর চেয়ে বেশীও আসতে পারত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আমাকে হেফাযত করেছেন । যেমনঃ এক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে, তো চিন্তা করবে যে, পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতি থেকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন । তেমনিভাবে একজন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু কোন দুর্ঘটনায় অনেক আত্মীয়ের এক সাথে মৃত্যু হতে পারত । তা থেকে তো আল্লাহ হেফাযত করেছেন ।

৫ । সর্বদা দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও মূল্যহীনতার কথা মস্তিস্কে গেঁথে রাখবে ।

৬ । সংশ্লিষ্ট বিপদের ফযীলত (যার কিছুটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) স্মরণ করে পূর্ণরূপে সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করবে এবং সাওয়াবের আশা রাখবে ।

৭। সংশ্লিষ্ট বিপদের সর্বোচ্চ ক্ষতি মেনে নেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে, কিন্তু সেটা না হওয়ার জন্য বা ক্ষতি কম হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকবে ।

৮। অতঃপর বিপদটি মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন ধরনের হলে ঠাণ্ডা মাথায় তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দুআ ও চেষ্টা-ফিকির করবে । কিন্তু হা-হুতাশ করবে না, কারণ, এতে স্বাস্থ্য, ইবাদত-বন্দেগী ও মালের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভই নেই ।

৯ । উদ্ধার পাওয়ার কিংবা ক্ষতি কমিয়ে আনার সম্ভাব্য যত পন্থা বের হয় সেগুলোর মধ্যে পর্যালোচনা করে তুলনামূলক জরুরী, সহজ ও কম ক্ষতিকর পন্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিবে ।

১০ । তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ শুরু করে-দিবে । ইনশাআল্লাহ, বিপদ অনেক সহজ ও আসান হয়ে যাবে ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসকল দিকনির্দেশনার উপর আমল করার তাউফীক দান করুন । এবং ফিতনার এ কঠিন যমানায় আমাদের সকলকে দীন ও ঈমান হিফাযত করার তাউফীক দান করুন- আমীন ।

সমাপ্ত

www.islamijindegi.com